তারের কাগজ 347
তারিখ ... JUN 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

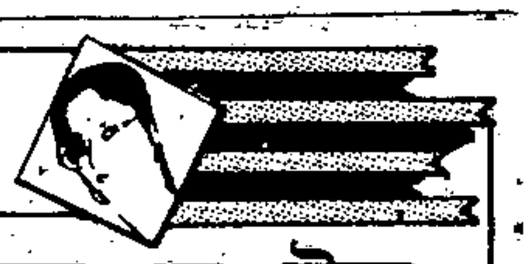

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকমহলে আশার সঞ্চার করেছিল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সন্ত্রাস আর সেশনজটের যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে অবস্থার নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পরবর্তী পথপরিক্রমায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আর সেভাবে চলতে পারেনি। প্রশ্নপত্রে ভুল, সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন, বিলম্বে ফলাফল প্রকাশ, হঠাৎ করে বছরের মাঝখানে সিলেবাস বদলানো এবং হঠকারিতামূলক সিদ্ধান্তসহ অনেক অভিযোগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে পাওয়া যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আপনি সবকিছু জানার পরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি, যা দ্বারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

১. রেজাল্ট না দিয়েও ফরম ফিলাপের তারিখ দেওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যাপার। যেমন— এ বছর অনার্স পার্ট-২সহ মাস্টার্স পরীক্ষার রেজাল্ট না হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বর্ষের এবং মাস্টার্স ফরম ফিলাপ আরম্ভ হয়েছে— তাহলে যারা অকৃতকার্য হবে তাদের কি হবে? তাদের জন্য বিলম্ব ফিসহ তারিখও রাখা হয়নি।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমন সব ছোট কলেজ এবং বেসরকারি কলেজে অনার্স কোর্স চালু করেছে যেসব কলেজে দক্ষ তো দূরে থাক প্রয়োজনীয় শিক্ষক, লাইব্রেরি, ক্লাসরুম পর্যন্ত নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় তদন্ত ছাড়াই অনেক কলেজে ডিগ্রি পরীক্ষার সেন্টার করেছে। সেসব কলেজে অবাধে নকল চলে এবং কলেজে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, পরীক্ষার্থী রেজাল্ট নিতে গিয়ে তৃতীয় বিভাগে তার রোল না দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যায় এবং পরবর্তী সময়ে দেখে সে প্রথম বিভাগ পেয়েছে। এরূপ প্রচুর অনিয়ম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়েছে।

তাই আপনার কাছে সবিনয় অনুরোধ, আপনি যদি ব্যবস্থা না নেন আমরা কোথায় আশ্রয় পাবো? নাকি আমরা এভাবেই শেষ হবো? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সকল কার্যক্রমের জন্য যেসব ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর দায়ভার কে নেবে?

মোঃ আবদুর রহমান মার্স
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।